তারিখ · 20 FEB 2016
পৃঃ 22 কলাম 2

সংবাদ

পুনঘরদীঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

চার বছর ধরে চলছে গাছতলায় পাঠদান

প্রতিনিধি, আক্কেলপুর (জয়পুরহাট)

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলা পুনঘরদীঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের অভাবে চটি বিছিয়ে গাছতলায় পাঠদান করানো হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ না থাকায় দীর্ঘ চার বছর ধরে এভাবেই বিদ্যালয়টিতে পাঠদান চলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকেরা।

গত রোববার সকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি ভবন। একটি শিক্ষকদের অফিসকক্ষ অন্যটি শ্রেণীকক্ষ। শিক্ষকদের অফিসকক্ষের সামনে টিন দিয়ে ঘেরা ছয় গজের একটি ঘর। সেই ঘরে মধ্যে টিনের বেড়া দিয়ে দুটি শ্রেণীকক্ষ বানানো হয়েছে। বিদ্যালয় মাঠের গাছতলায় চটি বিছিয়ে পাঠদান করানো হচ্ছিল। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ১৯২১ সালে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে তিন কক্ষের একটি ভবন ছিল। সেই ভবনটি জীর্ণ হওয়ায় সেটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে স্থানীয় প্রশাসন। গত ২০১১ সালে ২৮ অক্টোবর প্রকাশ্যে নিলামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকালীন ভবনটি ভেঙে বিক্রি করে দেয়। এরপর বিদ্যালয় মাঠে পুরাতন টিন দিয়ে ছয় গজের একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। সেই কক্ষে শিশু ও প্রথম শ্রেণীর পাঠদান করানো হচ্ছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কক্ষ না থাকায় তাদের গাছতলায় পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। তখন থেকেই গাছতলায় পাঠদান চলছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী নিরব হোসেন ও মাহবুব হোসেন বলে, বিদ্যালয়ের ঘর না থাকায় আমাদের গাছতলায় ক্লাস করতে হচ্ছে। বৃষ্টি হলে ক্লাস বন্ধ থাকে। গাছের লতাপতা পড়ে। রোদে ক্লাস করতে কষ্ট হয়। বৃষ্টি হলে মা-বাবা আমাদের বিদ্যালয়ে আসতে দেয় না।

অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোকলেছুর রহমান জানান, বিদ্যালয়ের একটি নতুন ভবনের ইউএনও, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যানসহ কয়েকটি দপ্তরে আবেদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নতুন ভবনের কোন ব্যবস্থা হয়নি। বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ না থাকায় গাছতলায় পাঠদান করানো হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষক জামাল উদ্দিন বলেন, বিদ্যালটিতে ১৫৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ না থাকায় গত চার বছর ধরে গাছতলায় পাঠদান করাতে হচ্ছে। এতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষ সঙ্কটের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানানো হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ইউপিইও) নাদিরুজ্জামান বলেন, পুনঘরদীঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ না থাকায় গাছতলা পাঠদান করানো হচ্ছে। সেখানে নতুন একটি ভবন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে।